শিকড়ে গুটি রোগ :

১) গাছের বৃদ্ধি বা .... হয়ে যায়।
২) পাতা ছোট এবং হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়।
৩) শিকড়ে অসংখ্য গুটি দেখা যায়।
৪) গুটিগুলি ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট হয়।
৫) রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে গাছ মারা যায়।

শিকড়ে পচন রোগ :

১) পচন রোগে গাছের গুড়ি এবং মূল আক্রান্ত হয়।
২) বাদামী কালো দাগ গাছের গোড়ায় দেখা যায়।
৩) শিকড়ের ছাল পচতে শুরু করে।
৪) গাছের গুড়ি শুকিয়ে ঝরে পড়ে।
৫) শিকড় পচতে শুরু করে এবং গাছ মারা যায়।

শিকড়ে পোকার আক্রমণ :

এর আক্রমণে —

১) চারা গাছ মরে যায়।
২) পাতার আকার ছোট হয়ে যায়, হলদে হয়, পরে পাতা ঝরে পড়ে।
৩) আক্রমণের পরিমাণ বেশী হলে পাতার ফলন কমে যায়।

১) রোগ অক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
২) ৩০-৪০ গ্রাম গভীর ভাবে মাটি কেটে রোদে শুকাতে হবে যাতে মাটিতে থাকা জীবাণু মারা যায়।
৩) সাড়ে সাত বিঘে জমিতে (১হেক্টর) মোট ২০০০ কেজি নিমখোল তিন মাস পর পর চার বারে দিতে হবে।
৪) গাঁদা গাছ অথবা তিল তুঁতের জমিতে লাগালে রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।
৫) ফুরাডন ৩জি ৪০ কেজি সাড়ে সাত বিঘে জমিতে এক বছরে প্রয়োগ করলে এই রোগ প্রতিকার করা যায়।

১) রোগ আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতেহবে। সেই গর্তে শুকনো পাতা পুড়াতে হবে।
২) গভীর ভাবে মাটি কেটে (কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে) রোদে শুকাতে হবে যাতে মাটিতে থাকা জীবাণু মারা যায়।
৩) জমিতে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ১৫ গ্রাম Diathane-M45 মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ১০-১৫দিন পরে Raksha : FYM ১ : অনুপাতে মিশিয়ে ৫০০ গ্রাম প্রতি গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

১) ১ একর জমিতে ৪০০ কেজি নিমখোল চার বারে প্রয়োগ করতে হবে।
২) ৫%নিমতেল (১০০ লিঃ জলে ৫মিলি নিম তেল) স্প্রে করলে পোকার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

Pamphlet No - 23 @ CSR&TI, Berhampore, July-2015

তুঁত গাছের মূলের রোগ :

১) তুঁত গাছের পচন এবং গুটি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

২) পচন এবং গুটি রোগ আলাদা ভাবে বা এক সাথে হতে পারে।

৩) পচন এবং গুটি রোগের জীবাণু গাছের মূলে এবং মাটিতে অবস্থান করে।

৪) এমন অবস্থায় মাটি গভীরভাবে কেটে সূর্য্যের আলোয় শুকিয়ে শোধন করা প্রয়োজন।

৫) পোকার আক্রমণে নিমখোল অথবা নিমতেল প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

৬) বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড অফিসে যোগাযোগ করুন।

তুঁত বহুবর্ষজীবী গাছ। বিভিন্ন ঋতুতে নানা প্রকার রোগ জীবাণু দ্বারা তুঁত বাগান আক্রান্ত হয়। এর ফলে পাতার ফলন ও খাদ্যগুণ বহুলাংশে কমে যায়। পশ্চিমবঙ্গে মুড়াকাঠা পদ্ধতি প্রচলিত। সেইহেতু তুঁত গাছের মূলের রোগের প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা

কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ
বস্ত্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর-৭৪২১০১
পশ্চিমবঙ্গ

তুঁত গাছের শিকড়ের রোগ, পোকা ও তার প্রতিকার

সন্দীপ কুমার দত্ত, মৃণাল কান্তি ঘোষ
স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়
এবং এস . নির্মল কুমার
দ্বারা সংকলিত

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা
কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ